দৈনিক ইনকিলাব

৭/১০/২০০৩

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গ্রেডিং পদ্ধতিতে মাদ্রাসা ছাত্ররা বৈষম্যের শিকার

নতুন নিয়মে গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশিত ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল ও এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল যখন পত্রিকার পাতায় দেখলাম তখনই মনটা ভীষণ হতাশায় ছেয়ে গেল। কারণ, নতুন নিয়মে প্রকাশিত ফলাফলে তুলনামূলকভাবে কম হলেও সারাদেশের ৬টি বোর্ড থেকে ৭৬ জন A+ পেয়েছে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মাদ্রাসা বোর্ড থেকে ১ জনও A+ পায়নি। অভিজ্ঞ মহল কি মনে করছেন মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখায় অমনোযোগী? অথবা পড়ালেখায় দুর্বল? সত্যিই তারা পড়ালেখায় অমনোযোগী বা দুর্বল কি-না। A+ ই বা না পাওয়ার কারণ কি? মাদ্রাসা এবং স্কুলে উভয়খানেই অতিরিক্ত বিষয় ছাড়া ১০০০ নম্বরের পরীক্ষা হয় এবং প্রতি বিষয়ে ১০০ থেকে ৮০ পেলে A+ হিসেবে গণ্য হয়। তবে কেন বোর্ডে ৭৬ জন প্রতি বিষয়ে ৮০ পেল আর মাদ্রাসা বোর্ডে একজনও পেল না?

স্কুলে প্রতি বিষয়ে (অংক ছাড়া) ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক। আর মাদ্রাসায় রয়েছে ২০ নম্বরের। নৈর্ব্যক্তিক ৫০ কারেক্ট করে বাকি ৫০ থেকে ৩০ পাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু মাদ্রাসায় নৈর্ব্যক্তিক ২০ কারেক্ট করে বাকি ৮০ থেকে ৬০ পাওয়া শুধু কষ্টকরই নয় দুঃসাধ্যও বটে। আর এটাই মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের A+ না পাওয়ার মূল কারণ।

গ্রেডিং পদ্ধতি বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের উচিত ছিল বৈষম্য দূর করে মাদ্রাসায়ও নৈর্ব্যক্তিক ৫০ নম্বর করা। আসলে এটা ছিল আওয়ামী সরকারের একটা সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র। যার ফল মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীরা পরবর্তীতে কর্মক্ষেত্রে হাড়ে হাড়ে ভোগ করবে। তারা চেয়েছিল 'ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন' বাস্তবায়ন করে ইসলামের মূলোৎপাটন করতে। সুষ্ঠু বিচার বিশ্লেষণ না করে বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে তড়িঘড়ি করে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের ভিন্নরূপও বলা যেতে পারে।

'৯৬-তে ক্ষমতায় এসেই তারা ইসলামিয়াতের নম্বর ১০০ থেকে ৫০-এ কমিয়ে এনেছিল। সুতরাং এই আওয়ামী সরকার কখনো মাদ্রাসার মঙ্গল চাইতে পারে না। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে তড়িঘড়ি করে বৈষম্য রেখেই তারা গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করে। এ ব্যাপারে যথাযথ প্রতিবিধানের জন্য দেশের ইসলামপ্রিয় জনগণ, মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষক, মাদ্রাসা বোর্ড সর্বোপরি দেশের ইসলামী ব্যক্তিবর্গকে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

—হুসনে মোবারক
দাখিল পরীক্ষার্থী-২০০২
জামেয়া কাসেমিয়া,
নরসিংদী।